যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী

আধুনিক সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী হলেন অন্যতম। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর যোগদান সত্যিই অবিস্মরণীয়। তিনি ১৯০৮ সালে কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত কধুর্খিল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, লন্ডন থেকে তিনি ডি. ফিল(doctorate of philosophy) উপাধি অর্জন করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি কলকাতায় 'প্রাচ্য বাণী সংস্হা' প্রতিষ্ঠা করেন এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার-প্রসার শুরু করেন। তাঁর স্ত্রী রমা চৌধুরীও একজন সংস্কৃত নাট্যকার ছিলেন এবং তার রচিত নাটক দেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা সংস্থায় অনুষ্ঠিতও হয়েছে। যতীন্দ্র বিমল চৌধুরীর একাধিক রচনা সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে পালি ভাষাতেও প্রকাশিত হয়। তিনি মোট ২১টি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন; যেগুলির মধ্যে 'মহিনময়ভারতম্', 'মেলনতীর্থং', 'ভারতবিবেকম্', 'ভারতরাজেন্দ্রঃ', 'সুভাষ-সুভাষঃ', 'দেশবন্ধুঃ', 'দেশপ্রিয়ঃ', 'রক্ষক-শ্রীগোরক্ষঃ', 'নিষ্কিঞ্চন-যশোধরা', 'শক্তিশারদম্', 'আনন্দধারম্', 'প্রীতি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্', 'ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্', 'মুক্তিসারদম্', 'অমরমীরঃ', 'ভারতলক্ষ্মী', 'মহাপ্রভুহরিদাসঃ', 'বিমলযতীন্দ্রঃ', 'দীনদাস-রঘুনাথঃ', 'ভারতহৃদয়ারবিন্দম্' ,'ভাস্কোরদয়ম্' ইত্যাদি হল তাঁর উল্লেখযোগ্য নাট্যকৃতি। বঙ্গবাসী সঙ্গীতকার যতীন্দ্র সংস্কৃত ভাষার প্রচার-প্রসারের জন্য তাঁর নাট্যকৃতিতে নৃত্য-গীতের বহুল সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তিনি মনে করেন, নৃত্যগীতের বাহুল্য নাটকের বর্ধনে সক্ষম।

'মহিময়ভারতম্' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে প্রযুক্ত সংগীতে নাট্যকার কোন রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ করেননি এবং এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, স্বহৃদয় দর্শকের প্রশংসার অভাবে সংগীতের চারুত্বের কিভাবে হ্রাস। রাগ-রাগিণীর প্রার্থনাতে মহাদেব গান করেন এবং ব্রহ্মা তা শোনেন। এর দ্বারা উক্ত দেবতাদ্বয়ের বিকলঙ্গতা দূরীভূত হয় এবং সংগীতের অপার মহিমার সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা যায়। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে শাহজাহান কন্যা জাহানারা কর্তৃক যমুনা নদীর স্তুতিমূলক যে গান প্রযুক্ত হয়েছে তা একদিকে যেমন নাটকীয় সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে, ঠিক তেমনি পরিবেশ রক্ষায় এবং মানব জীবনে নদীর গুরুত্বও প্রকটিত হয়েছে।

সংগীত এবং প্রসঙ্গানুকূল নৃত্যের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়''ভাস্করোদয়ম্' নাটকে। নাটকটি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নবীন বয়সের জীবনীর উপর রচিত। নাটক টির বিশেষত্ব হল প্রসঙ্গানুকূলে প্রযুক্ত রবীন্দ্রনাথের গান, যে নাটকটিকে এক অনন্য গতি প্রদান করেছে। 'ভারতহৃদয়ারবিন্দম্' এবং শক্তিসারদম্' নাটকদ্বয়েও সঙ্গীত এবং স্তোস্ত্রের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। 'ভারতবিবেকম্' নাটকের বিষয়বস্তু হলো; নায়ক রামকৃষ্ণের নৃত্যগীত, নরেন্দ্রকর্তৃক স্ব-জননী বিষয়ক গান এবং মাঝিদের দ্বারা গাওয়া সংগীত। বস্তুতঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরীর বেশিরভাগ নাটকের বিশেষত্বই হলো নৃত্যগীত এবং স্তোস্ত্রের প্রয়োগ বাহুল্য। যেমন 'আনন্দধারম্' নাটকে প্রসঙ্গানুকূলে আয়োজিত কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের নৃত্য(রাসলীলা), 'মহাপ্রভুহরিদাস' নাটকে প্রযুক্ত রক্ষহীরা নামক বেশ্যার সঙ্গীত।

oooooooooooo